লরেন্স ব্যারেল

সাধারণ মানুষের আছে অসাধারণ ক্ষমতা

মুক্তমঞ্চে'র আয়ুকাল এক বছরের বেশী। এ সংখ্যাটি ত্রয়োদশ। পত্রিকা হিসেবে 'মুক্তমঞ্চ' নিরপেক্ষ নয়। বরং সুনির্দিষ্টভাবে রয়েছে পক্ষপাতিত্ব। সেপক্ষ স্বাধীনতার পক্ষ। সৃজনশীলতার পক্ষ। এবং রাজনৈতিকভাবে রয়েছে তীক্ষ্ণ সচেনতা। আলু, হলুদ কিংবা চিঁড়ী মাছের মতো সব কিছুতেই সহজ দ্রাব্য নয়। ফলে প্রথম সংখ্যা থেকেই কাংখিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলছে সিডনীর মাসিক 'মুক্তমঞ্চ'। তাই নিজেকে আরো সাহসী মনে হয় যখোন ভাবী আমি এ মুক্ত পরিবারের একজন কনিষ্ঠ সহযোগী।

সম্প্রতি ডঃ কাইউম পারভেজের দু'টি গ্রন্থের প্রকাশনা উতসবে লেখককে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আপনার লেখার নেতিবাচক সমালোচনাকে কিভাবে বিবেচনা করেন? কোনো প্রকার ভনিতা ছাড়া সহজ সাবলীলভাবে বললেন, কেউ সরাসরি সমালোচনা করলে জানতে পারি অত্যন্ত একজন হলেও আমার লেখাটি পড়েছেন, আমি তাতেই খুশী। সমালোচনা সবাই সহজভাবে নেয় না। অনেকে কারণে অকারণে সমালোচিত হতে পছন্দ করেন। আবার কেউ কেউ সমালোচিত হন স্ববিরোধী ঘৃন্য কৃতকর্মের বদৌলতে। বর্তমান সময়ে সমালোচিত হয়েছেন ফরহাদ মাজহার। আজীবন যে তত্ত্বকথা, শক্ত কথা আর সমাজতান্ত্রিক ভাবনার বুলি আওড়িয়েছেন, হঠাত করে বনে গেলেন ভন্ড বক ধার্মিক। চলে গেলেন পুরোপুরি বিপরীত মেরুতে। অবশ্য এ বহুরূপী বহুরূপী খেলায় তিনিই একমাত্র ক্রীড়াবিদ নন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ) গুরু প্রয়াত মেজর জলিল রযেছেন সে তালিকায়। যার জন্য হাজার হাজার তরুন একদিন অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো তার সামাজতান্ত্রিক ভাবনার কারণে। কিসের মোহে তিনি শেষ জীবনে যোগদান করেছিলেন হাফেজী হুজুরের দলে কেউ তা জানে না। স্মরণকালের সবচেয়ে বড় তামাসা করেছেন ভুপেন হাজারিকা। আজীবন সাম্যের গান গেয়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে ভিড়িয়েছেন তার দলে। বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির জাল বুনেছেন সরল প্রাণে। প্রবাদ পুরুষের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করেছেন স্তুতির বরমাল্য। তিনিই বিজেপি'র মতো একটি কট্টর মৌলবাদী দলের মায়াবী ও লোভনীয় আমন্ত্রনে যোগ দিলেন সে পক্ষে। হলেন নির্বচনী প্রার্থী। সাধারণ জনগনের কাছে তার দীর্ঘ জীবনের কর্মফল পরিণত হলো এক রম্য রচনায়। ধর্মের মতো 'মতবাদ'ও এক ধরণের বিশ্বাস। বিজ্ঞানের মতো ধ্রুব নয় বলেই সে বিশ্বাসে পরিবর্তন ঘটতেই পারে। তবে সে বিশ্বাসের পট পরিবর্তন ভালো থেকে মন্দের দিকে নাকি মন্দ থেকে ভালোর দিকে তা বলার সঠিক ক্ষমতা রাখে সাধারণ জনগন।

আমি উপন্যাসের ঘোর পাঠক নই। প্রবন্ধ ও কবিতার প্রতি আমার সর্বদাই গভীর আগ্রহ। তারপরেও কারো সাথে উপন্যাস বিষয়ক আলোচনা হলেই তাকে অনুরোধ করি, 'সুলতান' (১৯৯১) ও 'নভেরা' (১৯৯৫) উপন্যাস দু'টো পড়ার জন্য। বই দু'টো হলো বাংলা সাহিত্যের একমাত্র জীবনধর্মী উপন্যাস। নিখুঁত রচনাশৈলীর গাঢ় ছাপ রয়েছে উপন্যাস জুড়ে। মনে হয় সময়ের সাথে হেঁটে চলছি উপন্যাসের প্রতিটি শব্দের আঁচল ধরে। নিজেকেই জীবন্ত মনে হয় উপন্যাসে। উপলব্ধি করি যেন আমার পাশেই ঘটছে সমগ্র ঘটনা। আর এ দু'টো উপন্যাসের রচয়িতা হলেন- হাসনাত আবদুল হাই। উপন্যাস দু'টো পড়ার পর আমি একনিষ্ঠ পাঠক হলাম তার লেখার। ইকোনমিকস্ এর ছাত্র তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াসিংটন ইউনিভার্সিটি, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস ও কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহন করে হয়েছেন একজন দক্ষ লেখক ও উপন্যাসিক। দেশ,মাটি গ্রামবংলার চিরায়িত জীবনের নিটোল খরস্রোত সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় তার লেখায়। ষোলটি গ্রন্থ লিখেছেন সর্বোমোট। এত অল্পসংখ্যক বই লিখেই অর্জন করেছেন সাতটি সর্বোচ্চ বিজয়ী মুকুট। বাংলা একাদেমী পুরস্কার (১৯৭৭), আলোকিতা সাহিত্য পুরস্কার(১৯৮৩), একুশে পদক(১৯৯৪), জগদিশ চন্দ্র বসু পুরস্কার(১৯৯৫), শের-ই-বাংলা পুরস্কার(১৯৯৫), এস এম সুলতান পুরস্কার(১৯৯৫), শিল্পচার্য জয়নুল পুরস্কার(১৯৯৬)। সর্বোপরি 'সুলতান' উপন্যাসটি ১৯৯৭সালে আইরিশ ইমপ্রাক্ট এ্যাওয়ার্ডের জন্য নমিনেটেড হয়েছিলো। ফলে সহজেই অনুমেয় যে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম সারির মেধাবী লেখক। হঠাত করে বৃহস্পতির বদলে শনি ভর করলো তার কলমের ডগায়। কার বা কিসের প্রণোদনায় তারই হাতে রচিত হলো ' টিভি ক্যামেরার সামনে মেয়েটি '। গল্পটি পড়ার সময় আমি নিজেই খেই হারিয়ে ফেলেছি অনেক জায়গায়। নারীদের অবমাননা ও চলমান আন্দোলকে অসন্মান দেখানোর কাহিনী এটি। তাছাড়া অসামঞ্জস্যপূণর্তা, অসংলগ্নতা আর খেয়ালীপনায় আকীর্ণ পুরো গল্পটি। ফলে সাধারণ পাঠক সহ সুধী সমাজের কাছ থেকে ঘোর ধিক্কার জুটলো লেখকের কপালে। অতি সত্ত্বর তিনি 'সরি' বলে দুঃখ প্রকাশও করলেন। ডঃ জাফর ইকবাল তো বলেই দিলেন, বাংলা একাদেমী পুরস্কার তিনি বর্জন করবেন, যেহেতু হাসনাত আব্দুল হাই'র মতো লেখককেও একাডেমী পুরস্কৃত করেছে এবং তার(হাসনাত আব্দুল হাই) 'সরি' বলাটা যথাযোগ্য হয়নি । আমি অতি তুচ্ছ একজন পাঠক। দেশখ্যাত বড় মাপের লেখক বা ব্যক্তিত্ব যখোন আপন স্বার্থলোভে গতি বদলায়। বিছিয়ে দেয় সন্দেহের জাল। আমরা সাধারণ মানুষ হোচ্ট খাই। মানুষের মন যেমন দীঘির জলের মতো স্বচ্ছ তেমনি কংক্রিটের দালানের মতো কঠিন। সে হৃদয়ে মজবুত স্থায়ী ভিত গড়তে না পারলে জনগন তাকে ফিরিয়ে দেবেই। সে যতোবড় হোক না কেন। ধ্বসে যাবে ভন্ডামীর ভিত।